এবার এক এমপি করোনায় আক্রান্ত

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় এবার জনপ্রতিনিধি যুক্ত হলেন। দেশের উত্তরবঙ্গের একজন সংসদ সদস্যের করোনা পজটিভ এসেছে। তিনি গত মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে ঢাকায় আসেন। এরপর ন্যাম ভবনের বাসায় ওঠেন। ৪ নং ন্যাম ভবনে থাকা ওই সংসদ সদস্য দশম সংসদের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

এলাকা থেকে আসার পর শরীরে জ্বর দেখা দিলে আইইডিসিআর থেকে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। শুক্রবার (০১ মে) বিকেল ৫টায় আইইডিসিআর থেকে রিপোর্ট পাঠানো হয়। তাকে জানানো হয়েছে তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে।

এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো সংসদ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হলেন। গণমাধ্যমের সঙ্গে ওই সংসদ সদস্যের কথা হয়েছে। তার সামাজিক মর্যাদার কারণে নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, এলাকার মানুষ জানতে পারলে আতঙ্কে থাকবে। আমার জন্য দোয়া করবেন।

এ দিকে সংসদ সচিবালয় থেকে ন্যাম ভবনের ওই ভবন লকডাউন করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। সংসদ সচিবালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গণমাধ্যমকে বলেন, আজ শুক্রবার স্যারের করোনা পজেটিভ এসেছে। ভবনটি লকডাউন করা হতে পারে।

এ বিষয়ে সংসদের চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. আরিফুল হক গণমাধ্যমকে বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই।

সূত্র: এমপি নিউজ.কম

গাংনী ধানখোলা ইউনিয়ন আ.লীগ

সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া ইউপি সদস্য। এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন কায়দায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে আসছে বলে অভিযোগ অনেকের।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই জানান, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে এলাকার যুবকদের নিয়ে গ্যাং তৈরি করেছে। আলী আজগরের নেতৃত্বেই এই গ্যাং এর সদস্যরা সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলে চাঁদা আদায় করে। এছাড়াও মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুৃদ্ধে।
অর্থ আর রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস পাইনা। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কেউ যদি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যায় তাকেও মামলা ও সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়।
অভিযোগ অস্বীকার করে আলী আজগর বলেন, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আমি রাজনীতি করি, আমার বিপক্ষ একটি গ্রুপ এই সব মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে।

মেহেরপুরে যুবলীগ নেতা জনির বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনির বাড়িতে সদর থানা পুলিশের একটি দল তল্লাশি করেছে। পরে কোন কিছু না পেয়ে ভুল ইনফরমেশন বলে চলে যায়।

এ ঘটনায় মিজানুর রহমান জনি রবিবার বিকাল ৫টার দিকে তার ফেসবুকে লাইভে এসেছিলেন। সেখানে তিনি আগামি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভুল

তথ্যদানকারীর বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

মিজানুর রহমান জনি জানান, গত ১৮ এপ্রিল শনিবার দুপুরে আমার বাড়িতে মেহেরপুর সদর থানার ওসি(তদন্ত) এর নেতৃত্বে এস আই আহসান হাবিব, ইকবাল, কইতরসহ ৬জনের একটি পুলিশের দল যায়। এ সময় প্রতিটি ঘরে তল্লাশির নামে ঘরের জিনিসপত্র ফেলে দেয়। কি কারনে আমার বাড়ি তল্লাশি করা হচ্ছে জানতে চাইলে পুলিশ বলে আমাদের কাছে তথ্য আছে। পরে কোন কিছু ন পেয়ে আামদের কাছে অনুতপ্ত হয়ে চলে যায়। কোন প্রকার সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই আমার বাড়িতে তারা এইভাবে অভিযান চালিয়ে আমাদের সম্মান হানি করেছে।

জনগণের জীবন নিয়ে জুয়া খেলবেন না: রিজভী

বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে করোনাভাইরাসের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, চারদিকে মানুষের কেবলই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। করোনাভাইরাস ইস্যুতে জনগণের সঙ্গে লুকোচুরি করার মানে হচ্ছে, মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা। সুতরাং জনগণের জীবন নিয়ে জুয়া খেলবেন না।

শনিবার সকালে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী চিহ্নিত হয়। তারপর সরকার যথেষ্ট সময় পেলেও রাজধানীসহ সারাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসিইউতে ভেন্টিলেটর মেশিন ও সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের সুবিধাসহ পৃথক হাসপাতাল স্থাপন করতে পারেনি। এখন চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় বাড়ছে রোগীদের দুর্ভোগ ও মৃত্যুহার।

তিনি আরও বলেন, সরকার ১৬ এপ্রিল সারাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছে। ‘সারাদেশ করোনাভাইরাস সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ’ এটি বুঝতে সরকারের কেন এতো দেরি হলো এটি বোধগম্য নয়। কিন্তু মানুষ বাঁচাতে হলে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, করোনাভাইরাসের মহামারীতে বিশ্ববাসী আজ দিশেহারা। বাংলাদেশে বিরাজ করছে ভয়াল পরিস্থিতি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অদূরদর্শিতা ও হেয়ালিপনার কারণে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিশ্বের ভয়াবহ সংক্রমিত দেশগুলোতে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু দ্বিগুণ হয়েছে ১৫-২০ দিনে। আর বাংলাদেশে তা হচ্ছে মাত্র চার দিনে। করোনা প্রতিরোধে মেডিকেল সরঞ্জামের বিষয়ে কেউ যেন কথা বলতে না পারে সেজন্য গতকাল সরকার কঠোর পরিপত্র জারি করেছে। সরকার তাদের ব্যর্থতা ধামাচাপা দেয়ার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে দমনের নীতিকেই কার্যকর করছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা এখন পর্যন্ত কেউ অনুধাবন করতে পারছে না।

‘বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে জনগণ জানতে পারছে না আসলে হচ্ছেটা কী? অথচ দুনিয়াজুড়ে খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদরা বলছেন-এই সঙ্কটে আলাপ-আলোচনার পথ প্রশস্ত রাখার জন্য। করোনার কারণে যে ভয়ঙ্কর খাদ্য সঙ্কটের প্রকৃত তথ্য জেনে তা প্রতিকারের জন্য মুক্ত আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। অথচ সরকার নিয়ন্ত্রণ আর হুমকির মুখে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে স্বেচ্ছাচারিতা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের ভুল বা ব্যর্থতা ধরিয়ে দেয়া চক্রান্তের অংশ নয়, বরং তা গণতন্ত্রের অংশ।’

রিজভী বলেন, ত্রাণ নিয়ে এবার আরও ভয়ঙ্কর দলীয়করণ ও লুটপাটের মহামারী শুরু হতে যাচ্ছে। সারাদেশে ত্রাণ কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা দিতে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ত্রাণ কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে ক্ষমতাসীনরা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ ত্রাণের তালিকা করবে। এটি স্থানীয় প্রশাসনকে দেবে। স্থানীয় প্রশাসন তালিকাটি যাচাই-বাছাই করবে।’ তার মানে এই তালিকায় কেবল আওয়ামী লীগ করা লোকজনের ঠাঁই হবে। ত্রাণ পাবে তারাই। যে সরষের মধ্যে ভূত সেখানে তাদেরকেই যদি দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে কাদের পক্ষ নিয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

‘আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কা বোধ করছি যে, ত্রাণ কার্যক্রমে এই দলীয় কমিটির কারণে চাল চুরি আরও বৃদ্ধি পাবে। এটা

হলে দুর্ভিক্ষ আরও তরান্বিত হবে বলে আমরা মনে করি। অবিলম্বে আওয়ামী লীগকে দিয়ে ত্রাণের তালিকা করার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।’

সূত্র-যুগান্তর

‘ভাড়া করা লোক দিয়ে ত্রাণের জন্য বিক্ষোভ হচ্ছে’

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে সঙ্কটে পড়া অসহায়দের মাঝে ত্রাণ বিতরণে কোনো অনিয়ম দুর্নীতি করলে সে যে দলেরই হোক কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে জানিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, করোনা প্রতিরোধে ঘরবন্দি দেশের খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ বিলিয়ন ডলার (১ লাখ হাজার কোটি টাকা) বরাদ্দ দিয়েছেন, যা দেশের মোট জিডিপির ৩.৩ শতাংশ। তবুও রাজনৈতিক ইন্ধন দিয়ে লোক ভাড়া করে এনে বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত হয়ে ত্রাণের জন্য বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবনে সমসাময়িক বিষয়ে দেয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গত কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণের জন্য বিক্ষোভ, বিভিন্ন গণমাধ্যমে এটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আজকেই গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে-সরকারের কাছে গোয়েন্দা তথ্য আছে, গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিক্ষোভের অনেকগুলোর পেছনে রাজনৈতিক ইন্ধন ছিল।’
তিনি আরও বলেন, ‘রাজনৈতিক ইন্ধন দিয়ে লোক ভাড়া করে এনে বিভিন্ন জায়গায় অরগানাইজ করে এ ধরনের বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে।’

সরকার প্রতিটি দুস্থ মানুষের কাছে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর জানিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, শুধুমাত্র সরকারের

ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নয়; সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশ বাহিনী, জেলা প্রশাসন এবং সিটি করপোরেশনগুলো মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে।’

ত্রাণের জন্য হটলাইন খোলা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘সেখানে কেউ ফোন করলে তাকেও ত্রাণ পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন ব্যবস্থা আশপাশের কোনো দেশে করা হয়েছে, আমি অন্তত জানি না।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, এই যখন ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন প্রতিদিন বিএনপির পক্ষ থেকে সমালোচনা করা হয়। আর কয়েকটি ফটোসেশন করা হয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

নারায়ণগঞ্জে দ্রুত করোনার পিসিআর ল্যাব স্থাপনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নারায়ণগঞ্জে এতো বেশি করোনাভাইরাসের রোগী সংক্রমিত হওয়ার পরও সেখানে করোনা টেস্টের মাধ্যমে শনাক্তের জন্য এখনো কোন ল্যাব কিংবা রিসার্চ সেন্টার নেই জেনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে নারায়ণগঞ্জে করোনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেনে তিনি এসব নির্দেশনবলী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জানান। নারায়ণগঞ্জের সার্বিক করোনার চিত্র ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশদভাবে তুলে ধরেন নারায়ণগঞ্জ খানপুর হাসপাতালের আবাসিক ডাক্তার (আরএমও) সামসুদ্দোহা সঞ্চয়।

প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জানান, খানপুর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কসহ

১৬ জন মেডিকেল কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনার চিকিৎসারত ডাক্তারদের এন-৯৫ মাস্ক নেই। তারা ঝুঁকি নিয়েই করোনা রোগীদের চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। তাই আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। এছাড়া করোনা জন্য বিশেষায়িত খানপুর হাসপাতালে করোনার পরীক্ষার জন্য কোন পিসিআর ল্যাব এখনো নেই। তিনি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
বিস্তারিত শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এতদিন তাহলে নারায়ণগঞ্জ পুরোপুরিভাবে ঢাকার ওপরই নির্ভর করে আসছে!

সাথে সাথেই নারায়ণগঞ্জে করোনার এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কেন এসব করা হয়নি তা জানতে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে কথা বলেন। সেখানকার কর্মকর্তাদের অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

টিসিবির পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রয়ের নির্দেশ, অনিয়ম করলে ব্যবস্থা

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি জানিয়েছেন, পবিত্র রমজান উপলক্ষে টিসিবির ন্যায্য মূল্যের তেল, চিনি, ছোলা, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ সারা দেশে ৪০০টি স্থানে বিক্রয় করা হচ্ছে। প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে এ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

টিসিবির এসব পণ্য বিক্রয় ও তদারকির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ক্রেতা সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

ঢাকা শহরের ৯০টি স্থানে, চট্টগ্রামে ৩০টি স্থানসহ দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত ডিলারদের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় জোরদার করা হয়েছে বলে জানান টিপু মুনশি।

বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রী এসব কথা

জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, টিসিবির পণ্য দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টিসিবির ট্রাক সেল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৮টি ভ্রাম্যমাণ মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব পণ্য দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

টিসিবিরর পণ্য বিক্রয় নিয়ে কোনো অনিয়ম করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, টিসিবির ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। এরপরও এ ধরনের অনিয়মের সঙ্গে কেউ জড়িত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য টিসিবিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এদিকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ৭ এপ্রিল এ বিষয়ে টিসিবি থেকে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর, র্যাব ও পুলিশ প্রশাসনকে সংঘটিত অনিয়মের যে কোনো অভিযোগ সুপারিশসহ টিসিবির প্রধান কার্যালয়ে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের প্রচার মাধ্যমে কোনো অনিয়ম প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট ডিলার ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। সুত্র-যুগান্তর

ত্রাণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর বার্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘ত্রাণ বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম সহ্য করা হবে না। ত্রাণের অপব্যবহার এটা আমরা বরদাস্ত করব

না। এই অপকর্ম করলে তাদের বিরুদ্ধে দলমত বিবেচনা না করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেটা আমার দলেরই হোক বা অন্য দলেরই হোক, আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বুধবার দুপুরে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান গ্রহণকালে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ত্রাণ দেওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা হলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি। যেই এর সঙ্গে জড়িত সে যে দলেরই হোক, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি, ব্যবস্থা নেবো। কারণ গরিব মানুষের জন্য আমরা যে সহায়তা দেবো কেউ এর অপব্যবহার করবে, এটা আমরা বরদাস্ত করব না। সেটা আমার দলেরই হোক বা অন্য দলেরই হোক, কেউ ছাড় পাবে না। কয়েকটা জায়গায় এ সমস্যা পেয়েছি, তা খুব বেশি না। আমরা যদি তুলনা করি আমাদের প্রায় ৬৮ হাজারের মতো নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। চার হাজারের ওপরে ইউনিয়ন, এরপর উপজেলা রয়েছে। সব হিসাব করে দেখা গেলো যে হয়তো ৫/৭ জায়গায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।’

এত কথা না বলে মানুষের পাশে দাঁড়ান

মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে একটি শ্রেণি শুধু সরকারের সমালোচনা করে যাচ্ছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে অনেক কথা বলে বেড়াচ্ছেন, অনেক দল-মত, সুশীল সমাজ বা অনেকেই। তারা কিন্তু মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। সমালোচনা করতেই ব্যস্ত।

শেখ হাসিনা বলেন, ৬৮ হাজার জায়গায় আমরা ঠিক মতো দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে ৫-৭ জায়গায় একটু সমস্যা হয়েছে, আমরা তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাও নিয়েছি। সেটা নিয়ে তারা চিৎকার করে যাচ্ছেন। তারা কিন্তু একটা মানুষকে একটি পয়সাও সাহায্য করছে না। মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে না।

‘শুধু তাদের কথাটা বিক্রি করেই যাচ্ছে। এ ধরনের লোক থাকবেই, সব সমাজেই থাকে। তারা কথা বেচেই যাবে এটাই তাদের প্রফেশন। এটাই তারা করে যাচ্ছে।’

‘এত কথা না বলে কয়েকটা মানুষকে সাহায্য করেন। এই দুঃখের সময়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। মানুষকে নিজে কতটুকু দিলেন সে হিসাবটা

করুন।’

সূত্র-যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গার আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ! তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গা সদর গড়াইটুপি ইউনিয়নের চালের ডিলার হায়দার মল্লিকের বিরুদ্ধে ওএমএসের চাল চুরির অভিযোগ উঠেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে বলেন, ডিলার হায়দার মল্লিক ধীর্ঘদিন থেকে এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়নি।

অভিযোগের ভিত্তিত্বে উপজেলা প্রশাসরে পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে বলে জানাগেছে।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের ১০ কেজি দরের চাল বিক্রির ডিলারশীপ পায় আ.লীগ নেতা হায়দার মল্লিক। তিনি গত ৯ এপ্রিল ৬০৩ জন কার্ড ধারীর বিপরীতে ৬০৩ বস্তা চাল তুলে আনেন সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে। গত রোববার সকাল ৯টার দিকে ওই চাল তিনি গড়াইটুপি বাজারের গোডাউন থেকে কার্ডধারীদের মধ্যে বিক্রি শুরু করেন।

ইউনিয়নের খাসপাড়া ও গবরগাড়া গ্রামের কয়েকজন কার্ডধারী তারা তাদের চাল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় তারা তাদের চাল বাজারের একটি দোকানে গিয়ে মাপযোগ করেন। মাপযোগ কালে দেখতে পান বস্তাপতি (৩০ কেজি) ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম রয়েছে।

বিষয়টি উপস্থিত থাকা ইউপি সদস্য জাকির হোসেনকে বলেন। জাকির হোসেন তাৎক্ষনিক ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেনকে অবগত করেন। চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌছান এবং বস্তা পুনরায় মাপযোগ করে তার সত্যতা পায়। চেয়ারম্যান বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী

অফিসারকে অবগত করেন।

খবর পেয়ে কিছু খনের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌছান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান। এসময় উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। তিনিও বস্তায় চাল কম থাকার বিষয়টি ডিলারের নিকট জানতে চান।

এসময় ডিলার হায়দার মল্লিক জানান, সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে যে ভাবে দিয়েছে তিনি সে ভাবেই নিয়ে এসে কার্ডধারীদেকে দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ডিলার, চেয়ারম্যান, মেম্বর, এসিল্যাণ্ড সকলেই সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামে যান এবং সেখানকার বস্তার চাল ওজন করেন। গুদামের বস্তার চাল মপযোগ সঠিক পান। তখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে ডিলার হায়দার মল্লিক প্রথম থেকেই এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও কোন অভিযোগেই কর্ণপাত করেননি।

ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বলেন, কার্ডধারীরা আমার কাছে বললে আমি চাল মাপতে বলি এবং প্রায় বস্তায় ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম পাওয়া যায়। এভাবে ৬০৩ বস্তা চাল মাপযোগ করলে তো অনেক চাল কম হবে। পরে ৬০টি বস্তার চাল মাপযোগ করা হয়। সেখানেও ৫০ থেকে ৫২টি বস্তায় একই ভাবে চাল কম পাওয়া যায়। হুক মেরে পড়ে গেলে একআধটা বস্তার চাল কম হতে পারে তাইবলে এত বস্তার চাল কম মেনে নেওয়া যায় না।

এ ব্যাপারে ডিলার হায়দার মল্লিক বলেন, আমাকে যে ভাবে গুদাম থেকে দিয়েছে আমি সেই ভাবেই কার্ডধারীকে দিয়েছি। আমি কোন চাল চুরি করিনি।

সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামের দায়িত্বরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোল্লা আহম্মেদ জামান বলেন, কোন ডিলার যখন চাউল নেয় তখন সে তার মত করে বুঝ করে নিয়ে যায়। গোডাউন থেকে বাহিরে গেলে সেখানে কিছু ঘটলে এর দায়ভার আমাদের ওপর বর্তায় না। তার পরও ডিলারকে যে লট থেকে চাল দেয়া হয়েছে সে লটের চাল এখানে মেপে সঠিক পেয়েছে তদন্তে আসা অফিসার।

ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেন বলেন, এক আধশো গ্রাম কম হলে সেটি নিয়ে কেউ অভিযোগ করে না। যারা চাল কম পেয়েছে তারা সকলেই লিখিত ভাবে তদন্তে আসা অফিসারের নিকট দিয়েছে।

প্রথমিক তদন্তকারি অফিসার এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান বলেন, সরেজমিনে এসেছি যা পেলাম তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাবো। সিদ্ধান্ত কি হবে

সেটা উপর মহল দেখবেন।

এব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন, যেহেতু এটি হতদরিদ্র মানুষের চাল প্রথমেই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গরিব মানুষগুলো যাতে তাদের চালটি এখনই পায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডিলারকে ৩০ কেজি করে বুঝ করে বিতরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সেই সাথে সদর উপজেলা পানিসম্পদ কর্মকর্তাকে প্রধান করে যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা ও ফ্যামিলিপ্লানিং কর্মকর্তার সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ৮০মণ ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নিন্মআয়ের মানুষের মাঝে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের ছয় রাস্তার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসূচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারণ মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। ছয়রাস্তার মোড়ে সবজি বিতরণ শেষে মজমপুর গেটে সবজি ভ্যান নিয়ে আসা হয়। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন। সর্বশেষ হাসপাতাল মোড়ে সবজি বিতরণ করা হয় লোকজনের মাঝে।

সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া ও বাধাকপি। কয়েক হাজার মানুষের মাঝে প্রায় ৮০ মন সবজি বিতরণ করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়।

সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি। মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সমকাল প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, কালের কণ্ঠের নিজস্ব সংবাদদাতা তারিকুল হক তারিক, নধৎঃধ২৪.পড়স এর স্টাফ করেসপন্ডেন্ট এসএম জামাল উপস্থিত ছিলেন।